মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড গাছপালা, আম ও ফসলে ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুরে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে জেলার বিভিন্ন এলাকার টিনের তৈরি বসতঘর। মাত্র আধা ঘণ্টার দমকা হাওয়ায় ভেঙে পড়েছে শত শত গাছপালা, কাঁচা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি; ঝরে পড়েছে আম ও লিচুর গুটি। এমনকি উপড়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটিও।

শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝোড়ো হাওয়ায় জেলার তিনটি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাড়ির চালা উড়ে গেছে, কোথাও আবার গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ। রাতভর বিচ্ছিন্ন ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ।

ঝড়ের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমচাষিরা। বাগানজুড়ে মাটিতে পড়ে আছে ঝরে পড়া আম। অনেক আম ফেটে নষ্ট হয়ে গেছে। চাষিদের দাবি, তাদের বাগানের প্রায় অর্ধেক আম ঝড়ে নষ্ট হয়েছে।

অন্যদিকে মাঠের ভুট্টা ফসলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ফসল নুয়ে পড়ে অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে।
ঝড়ের প্রভাবে পুরো জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। টানা প্রায় ৯ ঘণ্টা অন্ধকারে ছিল মেহেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস জানায়, রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে জেলার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়।

রবিবার সকালে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কে ভেঙে পড়া গাছ সরাতে কাজ করছেন স্থানীয়রা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরে প্রায় ২ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছে। এদিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ, চাষির ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মারার অভিযোগ উঠেছে।গত শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের ‘রুমি মৎস্য হ্যাচারীতে।

এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। এ ব্যাপারে গত শনিবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই চাষি।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস (৫৬)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাছ চাষ করে আসছে। ২০ বছর আগে সে ১৫০ বিঘা জমি দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব জমি ৩০ বিঘা। বাকি ১২০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন। বর্তমানে তিনি ওই এলাকায় ২৫০ বিঘা জমিতে মাছ চাষ করেন। আর এ মাছ চাষ ঘিরে তিনি গড়ে তুলেছেন রুমি মৎস্য হ্যাচারী। শুক্রবার দুপুরে ওই হ্যাচারি সংলগ্ন ১০ বিঘা একটি পুকুরে বিষ দেন দূর্বৃত্তরা। এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী চাষি।

তিনি বলেন, দুপুর তখন ২টা বাজে। খবর পেয়ে পুকুরে গিয়ে দেখতে পায় পুকুরে মাছ মরে ভেসে আছে।

তিনি বলেন,রেনু পোনার চাষ করতে হলে, কিছু মাছ পুকুরে মজুদ করে রাখতে হয়। আর সেই মাছ বড় করে, তা থেকে ডিম নিয়ে রেনু মাছ হয়ে থাকে। এটি ছিল আমার মজুত করা সেই পুকুর। এ পুকুরে আমার অনেক মাছ মজুদ ছিল। যা দূর্বৃত্তরা বিষ দিয়ে মেরে দিয়েছেন। যার মধ্যে ছিল রুই, কাতলা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এতে করে প্রায় ১৭/১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। চেয়েছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন,এটা ফৌজদারি ঘটনা। এখানে আমাদের কিছু করার নাই। ওনি থানার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এস আই) আব্দুর রহিম বলেন,অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় মাদকসেবীদের তাণ্ডবে কৃষকের সোনাঝরা ফসল ধ্বংস; লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে মাদকসেবীদের নৃশংস তাণ্ডবে এক কৃষি উদ্যোক্তার সোনাঝরা ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে কলা বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে কলা, কচু , বেগুন, হলুদ, সরিষা,ওল, পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার আমের বাগান, লিচু বাগান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করে আসছেন। আগে পরিত্যক্ত পড়ে থাকা জমিগুলো তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও একটি মাদকাসক্ত চক্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, রাতের আঁধারে মাদকসেবীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে কলাবাগানে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। পরিত্যক্ত বিষের পলিথিন ও শুকনো পাতা ব্যবহার করে কলাগাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে একাধিক কলাগাছ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক গাছ ভেঙে ফেলা হয়। ফলে কলার মোচা ও পাতাসহ পুরো বাগান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে।

এতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জানান, “এর আগেও আমার বাগানের অনেকগুলো ফলন্ত মোটা লিচু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফসল নষ্ট করা হয়েছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সবাই জানে, একটি মাদকাসক্ত চক্র এসব করছে। আমি কৃষিকাজ শুরু করায় তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা পাচ্ছে বলেই পরিকল্পিতভাবে ফসল নষ্ট করছে।

স্থানীয়রা জানান, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত। মাঠটি নির্জন হওয়ায় সন্ধ্যার পর সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম থাকে। এই সুযোগে তারা নিয়মিত মাদক সেবন ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষক ও এলাকাবাসী দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক জানান, তিনি এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দ্রুত বিচার এবং কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, এবিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনার ব্রাদার্স রাইস মিলে পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ডে

লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দর্শনার ব্রাদার্স রাইস মিলে তরল দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে আগুনে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ব্রাদার্স রাইস মিলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো ব্রাদার্স রাইস মিল বন্ধ করে সবাই চলে যায়। হঠাৎ করে ভোরের দিকে নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় রাইস মিলের ভেতরে থাকা ২০ বস্তা চালের গুঁড়া ও একটি পালসার মোটরসাইকেল পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, তরল দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে।

মিল মালিক খন্দকার সাইফুল আজম সেন্টু বলেন, আমার তো কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। তবে আমার ছেলের সঙ্গে আছে কিনা, আমার জানা নেই।

মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

আধাঘন্টার কালবৈশাখী তাণ্ডবে তছনছ মেহেরপুরের আম-লিচু, উঠতি ফসলি জমি ও গাছপালা। রাত থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল পুরো জেলা। ঝরে পড়েছে আম-লিচু, কাঁঠাল। মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে কলা ও ধানক্ষেত। এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা চাষিদের।

শনিবার (১৭ মে) সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলে ঝড়ের তাণ্ডব। আধাঘণ্টা পর ঝড়ের গতি কিছুটা কমলেও এর প্রভাব ছিল রাত ৯টা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের একটি দুই বিঘার কলাক্ষেত ঝড়ে মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে। আর কয়েকদিন পরই কৃষক ফসল ঘরে তুলতেন। দুই বিঘা জমিতে তার খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি ফসল ধান ও পেঁপের ক্ষতি হয়েছে। ১৫ মে থেকে আম-লিচু সংগ্রহ শুরু করেছেন বাগানিরা। গতকালের ঝড়ে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আম-লিচু ঝরে পড়েছে বলে দাবি তাঁদের। এতে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাঁদের।

এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মেহেরপুর শহরসহ পুরো জেলা। সকাল থেকে শহর এবং পর্যায়ক্রমে পল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। জেলার কয়েক জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে সড়কের উপর। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মাঠপর্যায়ে জরিপ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ ঝড়ে কৃষকদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। আজ বিকাল অথবা কালকের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে কাল বৈশাখি ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার কয়েকটি গ্রামের উপর কালবৈশাখী ঝড়সহ শিলা বৃষ্টি হয়েছে। এতে আম,লিচু ভুট্টাসহ উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। এতে আম,লিচু ঝরে পড়ে । এছাড়াও মাঠের ফসল ভুট্রা,কলা ক্ষেত,লাউয়ের মাচা ও সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, শিলাবৃষ্টিতে ভুট্টা, আম, লিচু, টমেটোসহ বিভিন্ন প্রকার সব্জির ক্ষেত ভেঙ্গে গেছে।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে প্রায় ২ হাজার ২ হেক্টর ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জেলা কৃষি বিভাগ নিশ্চিত করেছেন।

কোভিড-১৯ পরবর্তি শিশুদের ক্ষতি ও করণীয়

কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর পড়াশোনা ব্যাহত হেেয়েছ বলে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ১৯ অক্টোবর ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো এশিয়ায় শিক্ষা খাতের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও মোকাবিলা কার্যক্রম বিষয়ক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (সিটিএন রিপোর্ট) প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনের বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উপর এ পর্যালোচনা করে তা এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে শিশুদের পড়াশোনার ওপর কোভিডের প্রভাব ও তা মোকাবিলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের গৃহিত কর্মসূচী ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়। দির্ঘ সময় ধরে স্কুলগুলো বন্ধ থাকায় বেশকিছু ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করা গেছে সে বিষয়গুলো প্রতিবেদনে গুরত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কি কি করণীয় সে বিষয়েও প্রতিবেনটিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ভয়াবহ পরিণতি গুলোর মধ্যে রয়েছে-পড়াশোনার ক্ষতি, মানসিক দুর্দশা, স্কুলের খাবার ও নিয়মিত টিকা না পাওয়া, কাঠামোগত শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি, শিশুশ্রম ও বাল্য বিয়ে বৃদ্ধি। এই ভয়াবহ পরিণতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অসংখ্য শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং আগামী বছরগুলোতে তা ভুগিয়ে তুলবে।

ইউনিসেফের এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দু’জনের কাছে দূরশিক্ষণ সেবা পৌঁছানো যায়নি। বস্তুগত সম্পদ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তার অভাব ছাড়াও এই কঠিন সময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং অনেক কন্যাশিশুর দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণে উল্লেখযোগ্য আরও যেসব বিষয় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে রয়েছে

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব, গৃহস্থালীর কাজ করার চাপ বৃদ্ধি এবং বাড়ির বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়া।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মি. শেলডন ইয়েট বলেছেন, “১৮ মাস বন্ধ রাখার পর বাংলাদেশে এখন যখন স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, তখন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শিশুদের সাহায্য করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনো ঘাটতি রাখা উচিত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়ে আনতে বিনিয়োগ করার এখনই সময়।”

বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণ বলছে, একটি সংকটের মুহূর্তে পড়াশোনার ক্ষতি সামাল দিতে শুরুতেই ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা অনেক সাশ্রয়ী ও কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার পেছনে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে সহায়তা করবে।
মহামারিজনিত কারণে স্কুল থেকে শিশুদের, বিশেষ করে মেয়ে শিশু এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের, ঝরে পড়ার বর্ধিত ঝুঁকি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে উল্টে দিতে পারে।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) হিসাব অনুযায়ী, সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এশিয়া অঞ্চলে ১ দশমিক ২৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, যা এই অঞ্চলের ২০২০ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫.৪ শতাংশের সমান।
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জাতিসংঘের ২০৩০ সালের এজেন্ডার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তাহলে এ ধরনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এশিয়ার দেশুগুলোকে শিক্ষা বাজেট গড়ে ১০ শতাংশ বাড়াতে হবে।
ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য অর্জন করতে এখনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পথ তৈরি করতে হবে।
তথ্যসূত্র: ইউনিসেফ

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□/□□□□